মুক্তাহার।

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা।

২১০।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে,

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

চৈত্র ১২৮৯।

ভূমিকা।

আমাদিগের দেশে ধর্ম্মভাবোদ্দীপক কবিতা প্রায় দৃষ্ট হয় না। বহু দিবস হইতে আমরা এ অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছি ও এই কারণেই আমাদিগের "ধর্ম্মবন্ধু" নামক পত্রিকায় নিয়মিতরূপে এক একটী পদ্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা "ধর্ম্মবন্ধু"তে যতগুলি পদ্য প্রকাশ করিয়াছি, ধর্ম্মবন্ধুর গ্রাহকেরা তাহা আদরের সহিত পাঠ করিয়াছেন। আজ তাঁহাদিগের জন্যই "ধর্ম্মবন্ধু" হইতে গুটীকতক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া ও তৎসঙ্গে আরো কতকগুলি নূতন পদ্য সন্নিবেশিত করিয়া "মুক্তাহার" নামক এই কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইল। আশা করি প্রত্যেক ধর্ম্ম-পিপাসু নর নারীর ইহা একটী আদরের বস্তু হইবে। যেমন "ধর্ম্মবন্ধু"র গ্রাহকেরা ইহাকে আদর ও যত্ন করিবেন সেইরূপ জন সাধারণে ইহার কথঞ্চিৎ আদর করিলেই আমরা আন্তরিক সুখী হইব।

প্রকাশক।

ক২৪

উপহার।

বন্ধুবর,

শ্রীযুক্ত বাবু হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এল,এম,এস,

করকমলেষু।

ভাই,

তোমার সহিত আমার অতি অল্পদিনের পরিচয়, কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যে পরস্পরে যে সুন্দর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি তাহা এ দুঃখপূর্ণ সংসারে সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। আমি ফৈজাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় সর্ব্বদা অনেক বন্ধুবান্ধবে বেষ্টিত থাকিয়াও এক মুহূর্ত্ত তোমাকে ভুলিতে পারি নাই। ভাই, তোমার ভালবাসা, তোমার স্নেহ, তোমার সরল মনটী এক দণ্ডের নিমিত্ত কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। জানিনা কিরূপে দুজনে দুইদিনের আলাপে এত আকৃষ্ট হইলাম। আমি যখন ফৈজাবাদে উপস্থিত হইয়াছিলাম মনে হইয়াছিল এই বন্ধুবান্ধবহীন দেশে, অসুস্থ শরীরে বড় বিপদ ও ক্লেশে পতিত হইব; কিন্তু দয়াময় ঈশ্বরের কৃপা অতি আশ্চর্য্যভাবে আমায় রক্ষা করিল। তোমাকে পিতা সেই সময়ে অতি সুন্দর ভাবে আমার সহিত মিলাইলেন, আমরা উভয়ে উভয়কে পাইয়া যেমন আনন্দ উপভোগ

করিতেছিলাম তাঁহার সুন্দর করুণার জ্যোতিঃ ও দিন দিন প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে সেইরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল। ভাই, আমার জীবনের সমস্ত কথা তোমায় খুলিয়া বলিয়াছি ও আমার প্রত্যেক কার্য্যে তোমার আন্তরিক সহানুভূতি পাইয়াছি, আজ সেই কারণে সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তোমায় উপহার দিলাম। আজ যে কবিতার এক ছড়া হার গাঁথিয়াছি ইহা আমার অতি আদরের ; দুঃখপূর্ণ তরঙ্গায়িত হৃদয় পারাবার হইতে ইহা কুড়াইয়াছি বলিয়াই ইহার নাম "মুক্তাহার" রাখা গেল। ইহার উজ্জ্বলতা না থাকিলেও তোমার ভিখারী বন্ধুর উপহার বলিয়া, তুমি ইহাকে যেমন আদর করিবে, এ পৃথিবীতে আর কেহ তেমন আদর করিবে কি না জানি না ; তাই ভাই, আজ তোমায় এই সামান্য উপহার দিয়া সুখী হইলাম।

কলিকাতা
১লা চৈত্র
১২৮৯

তোমার স্নেহের
শ্রী ——————————

মুক্তাহার।

প্রথম ভাগ।

প্রাতঃকাল।

উষার আলোকে, পূরিল চৌদিক
আঁধার পলাল তায়;
ক্ষুদ্র পাখি গুলি, ক্ষুদ্র তান তুলি
গগণ কাঁপায়ে ধায়।

উড়িল বিহগ, বিহগিনী সনে
ধরিল প্রেমের গান;
পাপীর বধির শ্রবণ তা শুনে
ভাসা'ল কঠিন প্রাণ।

কোমল শ্যামল, দূর্ব্বাদল মাঝে
নিশির শিশির বিন্দু;
প্রকৃতির অঙ্কে রয়েছে পড়িয়া
উথলে সুধার সিন্ধু।

কুসুম কাননে, নানা জাতিফুল
সৌরভে ভরিল দিক ;
গন্ধে মাত'য়ারা, ছুটে অলিকুল
তরুশাখে ডাকে পিক।

পবন হিল্লোলে, দুলিতেছে পাতা
তরুতে জড়ান দেহ ;
ফুল রাশি তায়, বিকাশিছে যেন
প্রকৃতি মাতার স্নেহ।

বাজা'ল দুন্দুভী, স্বর্গের দেবতা
দশ দিক হ'ল আলো ;
পশু পাখি জীব, তরু ফুল লতা
প্রেমেতে মগন হলো।

পূরব গগণে, উঠিল তপন
লোহিত বরণ তার ;
শুচি হ'য়ে সব, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ
'জয় ব্রহ্ম' বলে আর।

হাসিছে তটিনী, হৃদয়টী খুলে
উর্ম্মি শিশু কোলে লয়ে ;
জবা বিল্বপত্র, দেব-উপহার
আপন বক্ষেতে থুয়ে।

চন্দন চর্চ্চিত, নানা জাতিফুল
নিজের বক্ষেতে ধরে;
বিভু গুণ গানে, অভয় ভিক্ষাটী
যাচিছে পাপীর তরে।

হিন্দু জৈন খ্রীষ্ট, বৈষ্টব যবন
সকল সন্তান তাঁর ;
যোড় করি করে, করে স্তব গান
এভব মণ্ডল যাঁর।

অখিলের পতি, আপনি বসিয়া
প্রকৃতি-আসন পরে;
পুত্র কন্যা গণে, দিলেন ডাকিয়া
সুধায় হৃদয় ভরে।

সুকুমার শিশু, মিটাইয়া ক্ষুধা
তার আজ্ঞা শিরে ধরি;
কর্ত্তব্য পালনে যে হ'ল বিভোর
তারে যাই বলিহারি।

দীন দয়াময়, বড় আশা মনে
চরণে মস্তক রাখি;

তোমার আদেশ, কর্ত্তব্য পালনে
বিরত যেন না থাকি।

দাও ভিক্ষা নাথ, সারাটী দিবস
তোমায় বুকেতে লয়ে ;
সাধিব স্বকাজ, দাওগো সাহস
সন্তানে অভয় দিয়ে।

বল প্রেমময়, অলস হইয়া
তব কাজ দূরে রেখে;
কত দিন আর, বেড়া'ব ঘুরিয়া
পাপের ক্ষণিক সুখে।

দাও ভিক্ষা নাথ! তব কর্ম্ম তরে
প্রাণ ভরে খাটি আমি ;
প্রাতঃকাল হতে, ত্রিসন্ধ্যা অবধি ;
দুর্ব্বলের বল তুমি।

রবি শশী তারা, গ্রহ উপগ্রহ
তব আজ্ঞা ধরি শিরে ;
যতনে পালিছে, আদেশ তোমার
খাটিছে পরাণ ভরে।

আমিও হে নাথ, ওদের মতন;
তোমায় হৃদয়ে লয়ে ;
খাটিতে খাটিতে, তোমার এ প্রাণ
যাইব তোমায় দিয়ে।

কুসুম কাননে, তোমার আদেশে
ফুটেছে কুসুম যত;
সৌরভ বিকাশি, হাসিতে হাসিতে
যথা হয় বৃন্তচ্যুত।

আমিও হে নাথ, ওদেরি মতন
খাটিব পরাণ ভরে;
তব ইচ্ছা হলে, হাসিতে হাসিতে
যাইব দেহটী ছেড়ে।

দাও ভিক্ষা নাথ, অধম তারণ
তোমার কারণে খাটি,
যেন প্রাণ যায় ; হাসিতে হাসিতে
যেন মুদি আঁখি দুটী।

স্বর্গের ছবি।

ওই মৃদু হাসি, বড় ভালবাসি
হাস প্রিয় শিশু হাসরে আবার;

ও.মুখ যখন, দেখিরে তখন
ভূলে যায় প্রাণ শোক হাহাকার।

আমার শ্রবণ, তোমার ক্রন্দন
শুনিলে কেমন বধির হয়;
মায়ের উপর, তোমার নির্ভর
সুধার লহরী যখন ধায়।

শিশুরে আমার, ও মুখ তোমার
যে ভাতি হৃদয়ে ছড়ায়ে দেয়।
পাপ অন্ধকার, ম্লেচ্ছের আচার
ভগ্ন-হিয়া ছাড়ি পলায়ে যায়।

চাও শিশু চাও, একবার চাও
দেখিরে নয়ন কেমন তোর;
সরলতা ভরা, কপটতা ছাড়া
বিভু প্রেমে ডুবে আছরে ভোর।

দেখি একবার, চাওরে আবার
বিলাস আসক্তি মাখেনি আঁখি;
স্বর্গের দুয়ার, বিধাতা আমার
দেখিরে কেমন রেখেছে ঢাকি।

শিশুরে আমার, বিধাতা তোমার
ললিত অধরে কি সুধা দিল,
চুমি যতবার, বাসনা আমার
পুরেনা কখন,—সমব্যাকুল ;

আয় শিশু আয়, এক বার আয়
দুবাহু প্রসারি বুকেতে লই ;
ললিত অধরে, চুমি তৃষা ভরে
আলিঙ্গন করে পবিত্র হই।

তোমার মতন, শিশুরে যখন
ছিলাম আদরে মায়ের কোলে ;
পাপের লাঞ্ছনা, এতেক যাতনা
ভ্রমেও জানিনা কাহারে বলে।

মায়ের আঁচল, ছাড়ি হলাহল
পাপ সুধা ভ্রমে খেয়েছি যেই ;
সে হতে যাতনা, অপার লাঞ্ছনা
এ প্রাণের সুখ তিলেক নাই।

শিশুরে আমার, আয় এক বার
তাপিত হৃদয়ে ধরিয়ে তোরে ;
স্বর্গছবি তার, খুলিয়ে এবার
দেখিব আজিরে নয়ন ভরে।

পাপ প্রলোভন, ছিঁড়িব এখন
পালাবে তাহারা তোমায় দেখে ;
দিবস শর্ব্বরী, তোরে বুকে ধরি
থাকিব নির্ভয়ে মনের সুখে।

ঘুমা'ওনা আর।

দশদিক ধরা ঘোর অন্ধকার
নীরব নিস্তব্ধ [redacted] পাখি ;
জন কোলাহল কিছু নাহি আর
সব নর নারী মুদেছে আঁখি।

শিশুর কোমল, অধর দু'খানি
প্রিয় মাতৃ স্তনে হয়েছে হারা ;
মাতাও তাহার নয়নের মণি
ভুলিয়ে মুদেছে নয়ন তারা।

নিশা দ্বিপ্রহর ঘাতিল প্রহরী
আঁধার আঁধারে গ্রাসিছে বসি ;
ঘুমে অচেতন সব নর নারী
প্রকৃতি স্বঅঙ্কে ঢেলেছে মসি।

ভারত ললনা, ভারত সন্তান
ঘুমে অচেতন আপনা ভুলে ;
পূর্ব্বের গরব ধর্ম্ম ধন প্রাণ
বিস্মৃতি সাগরে দিয়েছে ঢেলে।

দেখরে সম্মুখে, প্রবীন সন্তান
সুরায় আহত জ্ঞান হারা হ'য়ে ;
অকালে জীবন করে অবসান
ভারতের মুখ দেখে না চেয়ে।

কত ভাই দেখ, বিজ্ঞান শিওরে
কুসুমের প্রায় অমল ধবল ;
গৌরবে ফুটিল দুই দিনে ঝরে
নাই রে সুনীতি চরিত্রের বল।

কেহ ক'র দিকে, নাহি ফিরে চায়
পাষাণে গঠিত সবাই দেখি ;
প্রাণের দোষর ভাই বোন যায় ;
পাপ প্রলোভনে মুদিয়ে আঁখি।

পাপ প্রলোভনে সকলে দহিছে
ছদ্মবেশে অগ্নি বসনে ঢেকে ;
মৃতপ্রায় প্রাণ নাথেকে র'য়েছে
শত অনুতাপ হৃদয়ে মেখে।

এসব দেখিয়া ভাই কয় জন
উঠেছে জাগিয়া গভীর রাতে ;
স্বার্থ দূরে রাখি হিয়া প্রাণ মন
পাপের সমরে আহুতি দিতে।

এ ভারতে আজ ক'জন জাগিল?
ক'জন গাইল বীরের গান?
পাপের সমরে ক'জন মাতিল
ক'জন সঁপিল সাধের প্রাণ?

ক'জন আসিয়া, বিংশ কোটী সুতে
জাগা'বে এবার বলিছে তারা?
এ দুঃখের রাতে প্রাণ সঁপে দিতে
দিশে হারা হ'ল ক'জন তারা?

প্রিয় ভাই বোন, উঠগো ত্বরায়
ক'জনে কিহ'বে ভারত ক্ষেতে;
পাপ প্রলোভনে হ'ল ছারখার
সকলের প্রাণ হ'বে গো দিতে।

জাননা কি ভাই, পাপের বন্ধন
যদিরে একটী ছিঁড়িতে পার;
দুর্ব্বল তোমার হিয়া প্রাণ মন
সবল হইয়া ত্যজিবে আর।

সকলি সহজ দেখিবে তখন
একটি বন্ধন ছিঁড়িতে চাই;
উঠ উঠ তবে দাও প্রাণ মন
পাপের সমরে প্রাণের ভাই।

ওগো প্রিয় ভগ্নি! তুমি কি জাননা
একটি সাধিলে সাধুর কায ;
মৃত প্রায় প্রাণ পুনশ্চ রবেনা
শত পাপ দুর্গে পড়িবে বাজ।

এ গভীর রাতে, সবে মৃত প্রায়
তাইরে তোদের মিনতি করি ;
জাগ ভাই বোন ভীষণ সমরে
কেন গো রয়েছ মরমে মরি ।

উঠ শয্যা হতে ঘুমা'ওনা আর
উন্মিলি নয়ন এ গভীর রাতে ;
আত্মচিন্তা করে দেখ একবার
কে তব কণ্টক অনন্তপথে ।

দীন দয়াময় তব বল বিনে
পাপের বন্ধন কেমনে যাবে ;
হও সেনাপতি এই ঘোর রণে
অগতির গতি সকলে ক'বে ।

এস দয়াময় ডাকে নর নারী
খুলিয়া পরাণ বল ভিক্ষা চাই ;
পাপের বন্ধন ছিঁড়ি সারি সারি
সকলে উঠিবে প্রাণের ভাই ।

সাধুদর্শনে।

ভুলে যাই পাপ তাপ, দেখিলে তোমার
ওই দু'টী নয়নের তারা ;
এ সংসার মায়াময়, সব শূন্য মনে হয়
অনুতাপে ফেলে তারা ধারা।

(২)

ওই দু'টী আঁখি তব, ভাসা'ল এবার
অনুতাপী এ পোড়া হৃদয়ে ;
হ'ল এ আত্মার গতি, জানিনা কি তব শক্তি
পাপ ভরা সংসার আলয়ে।

(৩)

এসভাই একবার, হৃদয়ের কাছে
আলিঙ্গন করিব তোমায় ;
তোমায় বক্ষেতে করে, পাপ পূর্ণ এ সংসারে
চির শান্তি লভিবে হৃদয়।

(৪)

দুটী বাহু প্রসারিয়া, ধর একবার
ভুলে যাই পাপের যাতনা ;

---

* মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীকে দেখিয়া মনের যেরূপ ভাব হইয়াছি তাহা হইতে এই কবিতাটী লেখা হইয়াছে।

ভুলে যাই তাপ ক্লেশ, হউক দুঃখের শেষ
পুরাও হে হৃদয় বাসনা।

(৫)

ভগ্ন হৃদয়ের কথা, ভাঙ্গিয়া তোমায়
কি কহিব কহা নাহি যায় ;
অনুতাপে চক্ষুজল, ভাসাইল ধরাতল
অকস্মাৎ দেখিয়া তোমায়।

(৬)

একটী একটী পাপ, শতেক উঠিছে
স্মৃতিপটে দেখ সারি সারি ;
লুকায়ে সেধেছি যায়, এত মনস্তাপ তায়
তবমুখ যাই বলিহারি।

(৭)

পিতারে লুকায়ে ভাই, নির্জ্জন আবাসে
ওই পোড়া সুখের আশায় ;
কত পাপ করিয়াছি, বিবেকেরে তাড়ায়েছি
অনুতাপে প্রাণ জ্বলে যায়।

(৮)

ক্ষণিক সুখের ভ্রমে, সাধের জীবন
অবহেলে ভাসায়ে দিয়াছি,

দু'টী চক্ষু ভাসে জলে, স্মৃতিটী সম্মুখে এলে
কি ছিলাম, আজ কি হয়েছি।

(৯)

আপন মনের সুখ, আপনি হারায়ে
পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াই ;
দিবারাত্তি ম্লান মুখে, বেড়াই মনের দুঃখে
জুড়া'বার স্থান কোথা নাই।

(১০)

যে অবধি দেখিয়াছি, মূরতি তোমার
পরাণটী আপনি বিভোর ;
যেন কি সুখের আশে, আপনি আনন্দে ভাসে
অন্য কথা শুনেনাক মোর।

(১১)

সংসার বাসনা তৃপ্তি, বিষয়ের সুখ
তারা কোথা গিয়াছে হে ভেসে ;
শৈশব জীবন স্মৃতি, প্রণয় সুন্দর প্রীতি
ছাইয়াছে পরাণটী এসে।

(১২)

বিবেকের প্রথম তাড়না
সংসারের অপূর্ব্ব ছলনা

মায়ের আঁচলছাড়া
যাতনার কূপেপড়া
একে একে পরাণের পাশে ;
অতীতের সখা গুলি
এ'টী ওর গাত্র ঠেলি
বদন ফিরায় ত্রাসে।

(১৩)

স্মৃতির পুরাণ ছবি খানি
সাধু হে দেখা'লে টেনে আনি
একটী একটী করে
শৈশবের হাসিটীরে ধরে
প্রেম মাখা নির্ভরের মুখ ;
অতীতের হৃদয়টী তায়
মন সাধে খেলিয়া বেড়ায়
জাগায়ে ঘুমন্ত সুখ।

(১৪)

তোমায় দেখিয়া সাধু
একটী আনন্দ শুধু
গগণ বহিয়া, শূন্যটী ভরিয়া
হাসিয়া হাসিয়া যায় ;
দগ্ধ প্রাণে ধরে, আলিঙ্গন করে
বলে তাপিত রে আয়।

শৈশব সুখেরে, আনি দিব ধরে
প্রেমেতে মাতা'ব তোরে ;
তাপিত আয় আয়, সময় চলে যায়
কেনরে ধুলায় পড়ে।

(১৫)

কতদিন গে'ছে চলে
কতরাত গে'ছে ফেলে
উষা হাসি হাসি, ভ্রমি দশদিশি
নিলীম গগণ মাঝে ;
কুসুম গাত্র ঠেলি, পবন গেছে চলি
অলি গুন গুন রাজে ;
নিশা হাসি হাসি, লয়ে পূর্ণ-শশী
পশ্চিমে পড়েছে ঢুলে ;
কত এল গেল, এহাসি না দেখা'ল
কাতরে পরাণ খুলে ;
সাধু হে, সাধু সাধু, একটী হাসি শুধু,
দেখা'লে আজি আমারে ;
প্রতি দিন বসি, দেখিলে এহাসি
পাপে কি ছুঁইতে পারে ?

(১৬)

সাধুহে, এসহে, এসহে, এসহে
আলিঙ্গন কর মোরে,

আমি পাপী বলে, সবে পদে ঠেলে
দুইটী নয়ন ঝরে ;
পথ গেছি ভুলি, কেঁদে কেঁদে চলি
আঁধার সমস্ত ধরা ;
সাধু হে ধর ধর, পাপীরে কৃপা কর
ঘুচাও পাপের ভরা।

স্বদেশ যাত্রা।

গভীর রজনী, পান্থ শূন্য পথ
শিশুর কোঁদল, জন কোলাহল
একটী চীৎকার, কোন হাহাকার
এ পল্লিতে আর নাই।
নিদ্রার কোলেতে, সকলে শায়িত
মার বুকে শিশু, গোয়ালেতে পশু
পত্নী পতি ক্রোড়ে, ঘুমায় অসাড়ে
ভগ্নীর পাশেতে ভাই।
পাঠ গৃহ দেখ, সকলে নিদ্রিত
বহু শ্রমপরে, বিশ্রামের তরে
বিজ্ঞ যুবজন, ত্যজি অধ্যয়ন
শুয়েছে এখন তারা।
পাড়া প্রতিবাসি, কা'র সাড়া নাই
যেন শূন্য প্রাণ, অথবা অজ্ঞান

সব নর নারি, এ পৃথিবী ছাড়ি
কোথায় গিয়াছে হারা।
এ হেন নিশীথে, গভীর নির্জ্জনে
পল্লির ভিতরে, একভগ্ন ঘরে
বৃদ্ধ একজন, মুদিত নয়ন
সম্মুখে একটী বালা।
বৃদ্ধের শয্যার, শিওরে বসিয়া
মুখ পানে তা'র, চেহে আছে আর
পড়ে চক্ষু জল, করি ঢল ঢল
সে যেন মুকুতা মালা।
এক বিন্দু জল, বৃদ্ধের কপোলে
চিবুক বহিয়া, পড়িল খসিয়া
উন্মিলি নয়ন, সহসা তখন
অতি ক্ষীণ স্বরে তায়।
কহিলা কাতরে—"কেন বাছা আর
অবোধ মতন, কাঁদিছ এখন
কিসের যাতনা, কি ভয় ভাবনা
বলনা ভাঙ্গি আমায়।"
"একদিন তরে, তোমার জনক
বিবেকের কথা, করিয়া অন্যথা
চলেছে কখন তাই কি এখন
সে কথা স্মরণ করে;

ফেল চক্ষুজল, অথবা তোমার
পিতৃ স্নেহ স্মরে, দু'টী আঁখি ঝরে
থাকিবে কেমন, একাকী এখন
ভাবিছ এ শূন্য ঘরে।"
"ভয় কি মা তোর, রবে যত দিন
পড়ি এ সংসারে ; ভেব সদা তারে
গরিবের ধন, সহায় জীবন
বড় ভালবাসা তার ;
বিবেকের পথে, চল মা সদাই
থেক সত্য পথে, ও প্রাণটী দিতে
সদা সেজে থেক, প্রাণ ভরে ডেক
ভাবনা র'বেনা আর।"
"হ'ল কণ্ঠরোধ, আসি মা এবার
জীবনের লীলা, হলো খেলা ধূলা
ভব প্রতি ভার, যা ছিল আমার
বিধাতা নিলেন ওই।"
ওই দেখ বাছা, জননী আমার
শয্যার সম্মুখে, স্নেহ ভরে ডাকে
কহে বারবার, আয়রে আমার
কোলেতে করিয়া লই।"
"মার কোলে গিয়া জুড়া'ব এখন
বিদেশে পাঠায়ে, আজ ব্যস্ত হয়ে,

জননী আমার, কোল পাতি তার
প্রেমভরে বলে আয় ;
মার কোলে বাছা, যাই ভবে যাই
শুয়ে মার বুকে, ঘুমাইব সুখে
লওমা কাতরে, ক্লান্ত হৃদয়েরে"——
মুদিত সে আঁখি রয়।
আর সে নয়ন, আর খুলিলনা
ভুলেও কাহারে, আর দেখিলনা
স্নেহ যত্ন মায়া, আপনার কায়া
না চাহিল তার পানে ;
স্বদেশের তৃষ্ণা, স্বদেশ বাসনা
লয়েগেল তারে, যতন আদরে
বিদেশের সুখ, বিদেশীর মুখ
রহিল না আর মনে।
প্রিয় উপদেশ, অন্তিম সময়
সাধু পিতা তায়, কহিয়া ঘুমায়
জনমের তরে, ত্যজিয়া সবারে
লভিল দুর্ল্লভ শান্তি।
কন্যার নয়নে, নাহি বারি বিন্দু
প্রকৃতি গম্ভীর, নত করি শীর
নিমীলিত আঁখি, জয় ব্রহ্ম ডাকি
বসিল দু'জানু পাতি।

মৃদু ভাসে বামা, ঊর্দ্ধ নেত্রে কহে
যাও পিতা যাও, অনন্ত শয্যায়
তোমার মতন, যদি গো কখন
গভীর বিশ্বাস পাই,
তবে স্বদেশেতে, যেথায় গো পিতা
এ পৃথিবী ফেলে, আজ পলাইলে
জনম দুঃখিনী, আমি কাঙ্গালিনী
সেখানে জুড়া'তে পাই।
আজ হ'তে তব উপদেশ গুলি
করি প্রাণপন, সাধিব এখন
বিদেশে বসিয়া, সেমুখ চাহিয়া
রহিব ধৈরয ধরি।
জননী গো আজি, আমি কাঙ্গালিনী
সব দুঃখ মুছি এই ভিক্ষা যাচি
তব কোলে শুয়ে, মুখ পানে চেয়ে
অভয়ে যেন গো মরি।

ভারত জননী।*

১

নিশীথ সময় প্রান্তর বিজন
আঁধার চৌদিকে ঘিরিছে তায়;

---

*আমার কোন প্রিয়তম বন্ধুর ছাত্রোপাসক সম্মিলনীর উপদেশের
...।। ছাত্রোপাসক সম্মিলনী, ১লা চৈত্র ১২৮৮ সাল।

দূরহ'তে শুনি ভীষণ রোদন
পাষাণ পরাণ গলিয়া যায়।

২

ওকি? ওই শুন, শুনিনু আবার
পবনের স্রোতে ভাসিল ওই—
কা'র সে রোদন? কা'র হাহাকার
কাঁপিল পরাণ ভেবে না পাই।

৩

এ যে বামা কণ্ঠ! কিসের রোদন
কেন রে এতই উঠে হাহাকার;
কোমল পরাণে কে দেছে বেদন
পাষাণে গঠিত হৃদয় তা'র।

৪

কে তুমি রমণী নিশীথ সময়ে
ধূলির শয্যায় আছ গো পড়ে;
হাহাকার তব কিসের লাগিয়ে
উথলি নয়ন কহ না মোরে।

৫

উঠ উঠ ওগো বিজন প্রান্তরে
একাকিনী আর থেক না শুয়ে;
গৃহ দ্বার যদি না থাকে তোমার
আপন আলয়ে যাইব লয়ে।

উঠ উঠ ওগো করনা রোদন
দেখিয়া তোমার এমন বেশ ;
কেঁপে উঠে মম পাষাণ পরাণ
কহ কোথা যা'বে কোথা বা স্বদেশ।

৭

আলু থালু বেশ ধুলায় ধূষর
সোনার প্রতিমা কালিমা মাখা ;
দেখি এ মূরতি প্রাণের ভিতর
বহে শত জ্বালা রহে না ঢাকা।

৮

উঠ গো রমণী, দেখিয়া তোমায়
পাষাণ পরাণ যাইল গলে ;
কহ কেন তব এত হাহাকার
ঘুচাইব আজি পরাণ ঢেলে।

৯

এতেক শুনিয়া স্নেহের বচন
ত্যজি ধুলি শয্যা উঠিল ত্বরা ;
ঘন ঘন শ্বাস বহিছে তখন
শোকেতে উতলা পাগল পারা।

১০

মৃদু ভাষে বামা অতুল সুন্দরী
মরম কপাট খুলিল তার ;

কোমল সে করে হাত দুটি ধরি
কহিল যে কথা,—কি ক'ব আর!

১১

আমি অনাথিনী বিংশ কোটি সুত
বিজন প্রান্তরে রয়েছি পড়ে;
কি ছার প্রমোদে তারা হর্ষযুত
নয়ন পালটী হেরেনা মোরে।

১২

মণি মুক্তা মালা স্বর্ণ আভরণ
এ দেহে সকলি ভূষিত ছিল;
ভিখারিণী আমি হয়েছি এখন
দস্যু দাগা দিয়ে কাড়িয়া নিল।

১৩

আমার আলয় কুবের ভাণ্ডার
সকলি যে ছিল, কে সে হরে নিল
উজ্জ্বল বিবেক জ্ঞান বুদ্ধি বল
আর কত রত্ন ছিলরে সম্বল,
সে সব স্মরিয়ে, মরমে মরিয়ে
ধুলিতে এখন করেছি শয়ন,
উঠিতে শকতি নাহি রে আর
মনে সদা ভাবি কে তুলে এবার।

১৪

ব্যাস ও বাল্মিকী নানক কবীর
কোথা গেল তারা, হয়েছি অধীর ;
শিশু সে চৈতন্য, ধন্য তায় ধন্য
একদিন ধরে তুলেছে আমায় ;
দেখায়েছে নীতি চরিত্রের বল
বিলাইয়া প্রেম গিয়াছে কেবল ;
ধনী দীন দুঃখী সবে করে সুখী
আমার এ মুখ করেছে উজ্জ্বল !

১৫

বুক ভেসে যায়, আজ চক্ষু জলে
কে আছ সন্তান, ধর মায়ে তুলে
দেখ পাপ দস্যু আসিয়ে এবার
সোনার এ দেহ করে ছার খার।

১৬

বাছাদের হিয়ে, একে একে করে
পাপের দানব অধিকার করে
তা'কি মার প্রাণে সহেরে আর ?
সরলতা মাখা ছবি খানি ওই
প্রিয় বাছাদের কিছু যে তা'নাই ;
নাস্তিকতা পাপ, তার এত দাপ
পশি ধীরে ধীরে মুছিল তায় !

১৭

নাহি কিরে বল, নাহি কিরে আর
নাহি কি ভারতে সন্তান আমার?
উঠ উঠ তবে, থেক না নীরবে
মায়ের রোদন দেখিয়ে এখন
কাঁদে না পরাণ কেমন বল
আমোদ প্রমোদ কিসের গোল।

১৮

মাতা যার দেখ অনাথিনী প্রায়
কাঁদে দিবা নিশি করে হায় হায়!
তাহার সন্তান কেমনে ঘুমায়
অবাক হয়েছি দেখিয়ে তা'ই।

১৯

যাও বাছা যাও প্রতি দ্বারে দ্বারে
কত কাঁদে মাতা হাত দুটি ধরে;
কহিও সবারে, তোমাদেরি তরে
হয়েছি ভিখারী রয়েছি মলিন,
বীর প্রসবিনী আজ দীন হীন;
বিংশ কোটি স্থুত আমার এ বুকে
ভাবনা কি মোর মরি কেন দুঃখে;
উঠরে সবাই এই আমি চাই
পাপের বন্ধন ছিঁড়িয়া দিবে
নাস্তিকতা পাপ ভাড়া'তে হ'বে।

২০

এই বলি মাতা অজস্র নয়নে
দুটি হাত ধরে কাঁদিল কতই ;
হৃদয়ের গ্রন্থি ছিঁড়ি স্থানে স্থানে
সে সকল ভাব রেখেছি এই।

২১

ভাসিল নয়ন ভিতিল বসন
সকল আসক্তি গেলরে ছিঁড়ে ;
পুত্র হাত ধরে মায়ের রোদন
সরস কি প্রাণ রহিতে পারে ?

২২

ভুল ওগো মাতা সব দুঃখ আর
এ পরান খানি, তোমার জননী
সব ভাই বোনে জাগা'ব এবার ;
ঘুচা'ব তোমার ভীম হাহাকার।

২৩

নাহি জাগে তারা ? পায়ে ধরে রব
না উঠিলে আমি নাহিক ছাড়িব,
তোমারি কারণে, সঁপিলাম প্রাণে
তব তরে যদি খেটে মরে যাই
তথাপি এ পণ ছাড়িবার নই।

আমি কৃপার ভিখারী।

এসেছি কাতরে আজি তব দ্বারে
কৃপার ভিখারী হয়ে ;
জগত সংসার চাহিনা হে আর
শান্তি নাহি প্রভু তাহে।
এ অধম জনে বিন্দু প্রেমদানে
বলী কর প্রেমবলে ;
রিপুর তাড়না আর যে সহেনা
লহ পিতা মোরে কোলে।
বড় ভয় হয় এস দয়াময়
হৃদয় মাঝারে তুমি ;
স.সার বিপাকে পাছে গো তোমাকে
হারাই অধম আমি।
সংসারের সুখ স্বজনের মুখ
দেখিব তোমায় ছেড়ে ;
পরাণ থাকিতে পিতায় ভুলিতে
পুত্র হয়ে কভু পারে ?
তুমি যে আমার হৃদয়ের হার
সকলি তোমার তরে ;
ত্যজিব হে আমি হৃদয়ের স্বামী
এই ভিক্ষা দাও মোরে।

চাতক পক্ষী।

চতুর্দ্দিকে ঘন, ঘেরিল মেদিনী
দিবা নিশা প্রায়, অন্ধকার ময়
মেঘ কোলে বসি, হাসে সৌদামিনী
উড়িল চাতক আর চাতকিনী।

উর্দ্ধমুখে রয়, গগণ মাঝারে
"দে ফটীক্‌জল, কররে সবল
তৃষিতের প্রাণ, বাঁচাও এবারে"
ক্ষুদ্র প্রাণে পাখি, ডাকে প্রাণ ভয়ে।

চমকে বিজলি, হুহুঙ্কার ছেড়ে
পড়িল অশনি দেখিল নয়নে
ক্ষুদ্র সে চাতক, তবু নাহি ফেরে
"দে ফটিক জল" তথাপি ফুকারে।

শত বজ্রপাত, ওই ক্ষুদ্র প্রাণে
পাখিরে তোমার, পড়িবে এবার
আর উর্দ্ধে পাখি, উঠনা ও'খানে
সাধ করে আজ ত্যজনা জীবনে।

কি জানিরে পাখি, কি পেয়েছে স্বাদ
ক্ষুদ্র প্রাণ তোর, তারি এত জোর—
বৃষ্টি ধারা বিনা সকলি বিস্বাদ।
তাইরে ঘটিল এতেক প্রমাদ।

ঝিল ও তড়াগ, ঝরণা ও নদী
তায় কি মজেনা ও ক্ষুদ্র রসনা
সে কি বারি হীন ? তাই নহে যদি
তবে ও কি গান গাও নিরবধি ?

বুঝেছিরে পাখি, আর কাজ নাই
পিও প্রাণ ভরে, বল গলা ছেড়ে
"দে ফটিকৃজল" শুনিব রে তাই
মাতা ভাই বন্ধু কিছু নাহি চাই।

যেখানে পরাণ, জুড়াবে এবার
হৃদয়ের আশা, দারুণ পিপাসা
সেই খানে যা'ব ছাড়িয়া সংসার
ঘুচা'ব প্রাণের ঘোর হাহকার।

আয় পাখি আয়, হৃদয়ের পাশে
ডাক সেই খানে, তোর ক্ষুদ্র প্রাণে
"দে ফটিক্‌জল" বল কাছে এসে
সংসার আসক্তি যা'ক পাপ ভেসে।

চাহিনা সমাজ, আত্মীয় স্বজন
যারে ভালবাসি, তার কাছে বসি
গেয়ে যদি মরি, তারি প্রেমগান
শত বজ্রপাতে কাঁপিবে না প্রাণ।

ঘুমের হাট।

যার দিকে চাই, এ পৃথিবী মাঝে
সকলে ঘুমন্ত দেখি ;
নীরব নিস্তব্ধ, প্রকৃতি গম্ভীর
ঘুমেতে রয়েছে মাখি।

(২)

গ্রহতারা চাঁদ, গগণের ছবি
ঘুমের ছায়াটী তায় ;
তরুলতা ফুলে, স্রোতস্বিনী জলে
সে ছায়া ভাসিয়া যায়।

(৩)

ঘুমায় প্রকৃতি, বক্ষে রাখি তার
স্বরগের ছবি খানি ;
না হ'লে তাহায়, দেখিয়া কেনরে
মজেনা তাপিত প্রাণি ?

(৪)

প্রকৃতির অঙ্কে, রয়েছে যে সাজ
তা'দেখে বলনা কেন ;
পাপীর হৃদয়ে, পড়েনা অশনি
কাঁপেনা কঠিন প্রাণ ?

(৫)

দেখিলে প্রণয়ী, প্রণয়িনী মুখ
মনে হয় যেন তারা ;
দু'টী শূন্য প্রাণ, বেড়িয়া অজ্ঞান
ঘুমেতে রয়েছে হারা।

(৬)

কোমল প্রকৃতি, সুকুমার শিশু
সে ছবি ভাবনা মনে ;
দিয়াছ তাহার, মুখের উপর
ঘুমের জালটী টেনে।

(৭)

জননীর মুখ, যাহার শোনিতে
লাবণ্য মাখাটী দেহ ;
যবে মনে হয়, প্রাণ ফেটে যায়
ঘুমে ভরা তার স্নেহ।

(৮)

সহোদর ভাই, বন্ধু যত জনা
সে মুখ দেখনা চেয়ে ;
তা'দের জীবন, মনে হয় যেন
ঘুমেতে যাইছে ব'য়ে।

(৯)

তাই যদি নয়, পতি পত্নী ক্রোড়ে
কেমনে নীরবে থাকে ;

ছাড়ি ধর্ম্ম ভাব, কিসের সে ভাব
বেড়ায় তাহারা ফাঁকে।

(১০)

হৃদয়ে হৃদয়, মিশিল কেমন
প্রণয় প্রদীপ জ্বেলে ;
কি করিল তারা, চক্ষে জল আসে
কোন পথে যায় চলে।

(১১)

প্রণয় দুয়ারে, মানব হৃদয়
যখন প্রবেশ করে ;
ভাসে ধর্ম্ম বলে, চরিত্র গঠন
অনন্ত প্রেমের ঘরে।

(১২)

কোথা সে চরিত্র, কোথা সে সাহস
কোথায় ধরম জ্যোতি ;
কোথা দয়া ধর্ম্ম, প্রেম ন্যায় স্নেহ
সকলে সমান প্রীতি।

(১৩)

কোথা স্বার্থত্যাগ, কর্ত্তব্যের নিষ্ঠা
প্রাণে প্রাণে যোগ হায়,
দেখে প্রেম মুখ, ফেটে যায় বুক
ঢেকেছে ঘুমের ছায়।

(১৪)

জননীর কোলে, স্বরগের ধন
পবিত্র দেহটী তার ;
সে মুখের শোভা মন প্রাণ লোভা
ছাড়ি ইচ্ছা হয় কা'র ?

(১৫)

স্বরগের ধন, মায়ের আঁচল
ধীরে ধীরে যবে ধরে ;
আধ আধ বুলি, পায় পায় চলি
যখন ঢলিয়া পড়ে
প্রাণ লয় কই কেড়ে ?

(১৬)

আপ্তপর নাই, ভেদাভেদ জ্ঞান
সকলের কাছে ধায় ;
অমৃত গরল, নাহি এ সকল
সকলে চুমটী দেয়,
কে দেখে চাহিয়া তায় ?

(১৭)

স্বরগ পিতায়, সদাই সে শিশু
নির্ভর গোপনে রাখে,
যখন ক্ষুধায়, ব্যথিত সে হয়
কাঁদিয়া তাহায় ডাকে
কে বল তা দেখে শেখে ?

(১৮)

হায়রে দুর্দ্দান্ত, অবিশ্বাসী নর
ঘুমের জালটী টেনে ;
শিশু কম মুখে, রাখিলিরে ঢেকে
তোরা বলরে কেমনে।

(১৯)

চোক খোল ভাই, দু'টী পদে ধরি
দেখ দেখি তোরা চেয়ে ;
স্বরগ রতন, কর আলিঙ্গন
গুরু বলে কোলে লয়ে।

(২০)

কোলে লয়ে শিশু, করবে পবিত্র
জীবন পঙ্কিলময় ;
দেখ রে নয়ন, পবিত্র কেমন
স্বরগ কথাটী কয়।

(২১)

যদি এত দিন, না রাখিতে ভাই
শিশুরে ঘুমের ছায় ;
স্বরগের ধন, অমূল্য রতন
তবে কি হেলায় যায় ?

(২২)

এস নর নারি, করি দৃঢ় পন
শিশুর মতন হই ;
করিয়া নির্ভর, পিতার উপর
পবিত্র হইয়া রই।

(২৩)

এস গো জননী, দেখি মা তোমায়
পাষণ্ড সন্তান আমি ;
বস গো হৃদয়ে, দেখি মা চাহিয়ে
কত স্নেহ কর তুমি।

(২৪)

কিছার লেখনী, কিছার হৃদয়
মিছার জীবন মোর ;
কি কব প্রকাশি, চক্ষু জলে ভাসি
মনে হ'লে স্নেহ তোর।

(২৫)

কে ছিলাম কোথা, দেখিনু এ ধরা
অন্ধকার সমুদায় ;
কোলে নিলে তুমি মুখ চেয়ে আমি
কাঁদিলাম যবে হায়।

(২৬)

বল মা কে তুমি, আমি কে তোমার
কে তোমে শিখাল স্নেহ ;

কেন বল হেথা, যাইব বা কোথা
লাগিছে আমার মোহ।

(২৭)

ভাবিয়া দেখিলে, আমি মা তোমার
কেহত আপন নই ;
পরে কোলে লয়ে, যতনে পালিলে
ভেবে কিছু নাহি পাই।

(২৮)

কে দিল তোমায়, বলনা জননি
এমন হৃদয় খানি ;
তার কাছে চল, ওমা কে সে বল
দেখিয়া জুড়াই প্রাণি।

(২৯)

ও হৃদে কে বসে, স্নেহ যত্ন মাখা
এতদিন আমি হায় ;
ঘুমের বসনে, ঢেকেছি জননী
খুলে দেখি কাছে আয় !

(৩০)

সহোদর ভাই; প্রিয় বন্ধুজন
কে তোমারা মোর পাশে ;
মোর দুঃখে কেন, সবার বদন
আপনি শুখায়ে আসে ?

(৩১)

হৃদয়ে হৃদয়, কেন গো বেঁধেছ
বলনা আমি কে হই ;
স্নেহ যত্ন পরে, থাকিবে কি পরে
আমিত কাহার নই।

(৩২)

বল দেখি ভাই, এত স্নেহ কোথা
পাইলে তোমরা সবে ;
ভেবে দিশেহারা, পাগলের পারা
একথা ভাঙ্গিতে হ'বে।

(৩৩)

আয় ভাই' আয়, কাছেবস দেখি
ভালকরে মুখ চেয়ে ;
এতদিন উহায়, পাগলের হায়
রেখেছি ঘুমের ছায়ে।

(৩৪)

আয় কাছে আয়, ভাই বোন সব
দেখিরে তোদের মুখ ;
ও মুখে কি ভাসে, ভিতরে কে বসে
কাঁপিল ভগন বুক।

(৩৫)

পথের ভিখারী, উদাসী হইব
প্রচারিব দেশে দেশে ;

মাতা ভাই সখা, * যার পাই দেখা
ভিতরে কে যেন বসে।

(৩৬)

কে তুমি বসিয়া, শিশুর বদনে
গুরু হয়ে শিক্ষা দাও ;
মাতার হৃদয়ে, স্নেহে মগ্ন হয়ে
ছুটীয়া কে কোলে লও।

(৩৭)

ধরিয়াছি প্রভু, ছাড়িব না আর
এরূপ প্রচার তরে ;
দিব ভগ্ন প্রাণ, আহুতি এ'বার
ঘুমের বসন ছিঁড়ে।

(৩৮)

রূপ দয়াময়, অধম সন্তানে
বাসনা যেন হে পুরে ;
ওরূপ প্রচারে, যেন তনু ছাড়ে
দাও ভিক্ষা নাথ মোরে।

আমি হারা।

ভাবনার কোলে যবে, আঁধার পরাণ মোর
নিরজনে একটুক বসে ;

মুখানি শুকায় ত্রাসে, চক্ষু দুটী জলে ভাসে
কি জানি কি আসে প্রাণ পাশে ;
জগত সংসার ছাড়া, কি যেন কোথায় আমি
চেতনারে তখনি হারাই ;
প্রকৃতির যত শোভা, নহে কিছু মন লোভা
আমি যেন কেহ কার নই।

যতই ভাবনা আসে, যতই ভাবনা বাড়ে
জগত যাইগো ছেড়ে ;
মুখানি শুকায় ত্রাসে, কি জানি কি প্রাণে আসে
জীবন দেওগো নেড়ে ;
শৈশবের বাল্যসুখ, যৌবন প্রণয় প্রীতি
সকলেই ম্লান মুখে রয় ;
কোথা হতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব পুনঃ
এ ভাবনা হইলে উদয়।

পৃথিবীর যত সুখ, একটী একটী করে
নিকটে বসিল তারা,
দুটী কথা জিজ্ঞাসিনু, ফিরে কা'রে না দেখিনু
হাসিতে তেমন ধারা।
আগেতে যখন মনে, ভাবনা নাহিক ছিল
কভু একটী দিনের তরে ;

কাহাকে বিরস মুখে, ভ্রমেও নয়ন
দেখে নাই চলে যেতে ফিরে।
পরাণের পাশে মোর, সকলেরি ছি .
একটী একটী খেলা ঘর ;
সকলেই হেসে খেলে, বেড়াইত গলে গলে
কেহত ছিলনা মোর পর।

যে মুহূর্ত্ত হয়েছে উদয়, গভীর ভাবনা এটী
খেলা ধুলা ভেঙ্গেগেল মোর ;
ঘর দ্বার যাহা কিছু, সকলি হারানু পিছু
এল একটী বানের তোড় ;
নিয়ে গেল মুখে করে, যা কিছু আমার ছিল
প্রণয় প্রীতির আশা,
যাহার সুখের তরে, ফিরিতাম চরাচরে
সে আমিটী (ও) গেছে ভাসা।

কতনা যতন করে, কতেক আদরে মোর
আমিটীরে রেখেছিনু ধরে ;
পরাণের বাল্যসখি, যৌবনে প্রণয় মাখি
নূতন একটী খেলা ঘরে।

কি হল কি হল বল, কি হল আমার
কেনবা আইনু হেথা ;

যারে ছিনু বুকে ধরে, কোথায় হারানু তারে
বলগো পাইব কোথা ?
ভাবনারে, কল্পনারে, তোরা যে দুজন
পরাণের প্রিয় সহচরি ;
তাইনা তোদের কোলে, একটু সময় পেলে
আসে প্রাণ ছুটোছুটী করি।

তটিনীর নিরজন তীরে, আঁধার পরাণ লয়ে
আধ ভাঙ্গা চাঁদের আলোয় ;
তোমাদেরি বক্ষে ধরে, কতনা আদর করে
গাহিতাম মাতায়ে হৃদয়।

কল্পনারে, ভাবনারে, এই যে সে দিন
নিরজন প্রান্তরে পড়িয়া ;
কত উচ্চ আশাধরে, কত না প্রেমের ভরে
বেড়ায়েছি হাসিয়া হাসিয়া।

এইত সে দিন সখি, কেহত ছিল না কাছে
তোমাদের দুজনারে লয়ে ;
মায়া, দয়া ভালবাসা, প্রেম পূন্য প্রীতি আশা
সকলিত পেয়েছিল হিয়ে।

কল্পনারে, ভাবনারে, যতখানি ভালবাসা
বুকেছিল তোমাদের তরে ;

তারি কি এ প্রতিশোধ, তারি কি এ পরিণাম
তাই কি কাঁদালে মোরে ?

কল্পনা রে ভাবনা রে, কি দেখালি আজ
আমিটী যে হারাইয়া গেল ;
আঁধার পরাণ মোর, দেখনা চরণে তোর
মুখখানি বিষাদে ঢাকিল।

কি আজ শুনালি সখি, কি বলিলি কানে কানে
মুখখানি শুকায়ে আসিল ;
কোথা হ'তে আসিয়াছি, কোথায় যাইব পুন
একথাটী কেন গো উঠিল ?

দেখ গো একটীবার, দেখ না চাহিয়া
ওই কথাটীর সনে ;
সকলি ভাসিয়া গেল, সকলি যে ফুরাইল
কিছু না রহিল মনে।

সকলি ভাসিয়া গেছে, কেবল একটী
একটী কেবল পড়ে আছে ;
যতই ভাবনা আসে, কে যেন গো কয় হেসে
পূর্ব্বস্মৃতি এখন (ও) রয়েছে।

যাও স্মৃতি, যাও সখি, তুমিও বিদায় লও
প্রাণ আর চাহেনা তোমায় ;

দেখিলে তোমার পাণে, জানিনা কি হয় মনে
হৃৎপিণ্ডে শোণিত শুকায়।
গিয়াছে কতেক দিন, গিয়াছে কতেক কাল
বৃথায় কাটীয়া মোর ;
মিছার অসার সুখে, রেখেছিনু বুকে ঢেকে
মুখ দেখে মনে হয় তোর।
আজ পন, এই পন, সকলে ভুলিব
আমার আমিটী লয়ে, যে গেছে উধাও হ'য়ে
তারে বুকে জড়ায়ে ধরিব ;
ধরিব তাঁহার পায়, খুলিব আঁধার প্রাণ
সংসারের গৃহ দ্বারে, গাহিব তাঁহার গান
এই রূপ আমি হারা
পৃথিবীতে আছে যারা
তা'রাই প্রাণের ভাই, তা'রাই প্রাণের সখা
তা'দেরি চরণ তলে আমিটীর পাব দেখা।
কে তুমি, কে তুমি প্রভু, কে তুমি আমার
আমার আমিটী লয়ে গেলে ;
যত চক্ষু জল পড়ে, তত যে যাও হে দূরে
দিয়ে যাও, দিয়ে যাও ফেলে।
যদিই একান্ত দেব, নিয়ে যাবে ওরে
আমারে নেযাও ওর সাথে ;

তা'না হ'লে এ সংসার, সব যে গো অন্ধকার
কত দিন রহিব কাঁদিতে।
ভাবনা, কল্পনা মোর, প্রিয় সহচরী
তাহারা গিয়াছে তব সাথে ;
আমারে ফেলিয়া দেব, পলা'ওনা আর
আমারেও হবে লয়ে যেতে।

কাল চক্র।

সমস্ত পৃথিবী, যায় ঘুরে
তুমি ঘোর, আমি ঘুরি, কেনইবা ঘুরে মরি
যাই কোথা! যাব কোথা ঘুরে ?
সূর্য্য ঘোরে, উষার পিছনে
মনে করে তায় ধরি, রহিবে আমোদ করি
বেঁচে যা'বে এ জগৎ হ'তে
বহু ক্লেশ দুঃখ সয়, উষারে যদ্যপি পায়
এত দুঃখ হ'বে না সহিতে ;
তাই সদা ঘুরে মরে, উষার পিছুন ধরে
কিন্তু তায় নারিল ধরিতে।

মানব ভাগ্যের পথে যায়,
সুখ দুখ ঘুরে ঘুরে, একটু মুহূর্ত্তভরে
কা'র পানে ফিরে না তাকায় ;

দয়া নাই, মায়া নাই, ভেবে কিছু নাহি পাই
যা'র কোলে থাকে বাস করে,
না চায় তাহার পানে, তা'রি কথা নাহি শুনে
দাঁড়ায় না মুহূর্ত্তের তরে।

পত্নিঘোরে, পতির প্রণয়ে,
যত পায় আরো চায়, ধরি ধরি করে তায়
সমস্ত জীবনটী ভাসায়ে,
পতিও তাহার সাথে, বেড়াতেছে এক পথে
পিপাসাটী গেলনা ঘুচিয়ে;
উভয়ের গলাধরে, সমস্ত জগৎ ছেড়ে
কি যেন সে উঠে গো কাঁদিয়ে;
মিটে না প্রাণের আশা, ঘুচেনা দারুণ তৃষা
দু'টী কুল গিয়াছে ভাসিয়া
কেহ কা'রে না যায় ছাড়িয়া।

ভূমিষ্ঠ হইয়া, মাতৃ কোলে,
তুমি ঘোর আমি ঘুরি, সমস্ত পৃথিবী ধরি
কিন্তু কই? আপন মহলে;
কাহাকেও ছুঁতে নারি, ইচ্ছা করে রাখি ধরি
জানিনাক ধরা কা'রে বলে,
মোর পিছে ঘোর তুমি, তব সাথে ঘুরি আমি

কই কেহ ধৃত নাহি হ'লে
জানিনাহে ধরা কা'রে বলে।

সবে ঘুরি কাল-চক্রতলে
এত কাল ঘুরিতেছি, শূন্যে শূন্যে ফিরিতেছি
পাইনাত কাহায় আমলে,
মাতা ভাই বন্ধু সখা, পথে যার হ'ল দেখা
কেহ কা'রে ভেঙ্গে নাহি বলে.
যাইতেছি ঘুরে ঘুরে, কিন্তু কোথা যা'ব ঘুরে
বিচার না হ'ল কোন কালে।

সাধু ঋষি যোগী শুদ্ধাচারী,
তাহারাও ঘুরিতেছে, কেহ কারে নাহি পুছে
একি ঘোর যাই বলিহারি,
কেহ নহে তিল স্থির, ঘোরার লেগেছে ভিড়
তুমি ঘোর যথা আমি ঘুরি,
ঘুরে ঘুরে কোথা যাব, কোথায় দাঁড়াতে পা'ব
কেহ ভাবিয়া উঠিতে নারি।

ঘুরে গেল শৈশব জীবন,
যৌবনে পড়েছি এসে, এও ঘুরে যায় ভেসে
কোথা স্থির না হই কখন,
মনে করি ঘুরিবনা; মনে করি চলিবনা
তার তরে করি আয়োজন,

একটু যা পাতি ফাঁদ, সে ফাঁদ বালির বাঁধ
কাল স্রোত না হয় বন্ধন ;
কিছুই বুঝিতে নারি, উপায় নাহিক হেরি
ঘুরে ঘুরে দাঁড়ায় কখন ।

মাথার উপরে দেখি চেয়ে,
গ্রহ উপগ্রহ ঘোরে, নিজ নিজ কক্ষ পরে
কেউ যেন চলেছে ঘুরায়ে ;
প্রকৃতি ঘুরিয়া যায়, কাল পক্ষ সাথে ধায়
এ ঘোরে উহায় ঘোর দিয়ে ;
ঘুরিতে এসেছ সবে, ঘুরে ঘুরে চলে যাবে
কেহ ধৃত হ'বে না কখন ;
কে কাহার আপ্ত জন, ঘুবে ঘুরে এ জীবন
পরিশেষে ঘটাবে মরন ।
তবে কি এ ঘোর মিছে, ও কথাটী কে বলেছে
চাও দেখি ভিতরে ইহার,
যে ঘোরে ধাঁধিয়া সাধু, বলেছিল কেঁদে শুধূ
প্রেমের কি এইমা বিচার,
বল মা ঘুরাবি কত, কলুর বলদ মত
চখে ঠুলি সব অন্ধকার ?
পুত্রেরে ব্যকুল দেখে, মা কেমনে দূরে থাকে
জ্যোতী রূপ প্রকাশিল তার,

পলাইল অন্ধকার, ঘুচে গেল হাহাকার
এ আঁধারে আলো চমৎকার,
রয়েছি মায়ের কোলে, বল "কাল চক্র" তলে
কি করিবে আমা সবাকার
আসিলে হুতাশ প্রাণে, কাঁদিব ব্যাকুল মনে
জয়মা, জননী তোমার
এ ঘোরাটী নহে অন্ধকার।

প্রেমময় পরমেশ্বর।

হে নাথ! পাপীর তরে কত ভাল বাসা
হৃদি ভরি রাখিয়াছ তুমি;
তুচ্ছ জ্ঞান বুদ্ধি লয়ে, তুচ্ছ প্রাণ মন দিয়ে
কি ধার শুধিব তার আমি।

শৈশব স্মৃতিটী ধরি, আজিকে অবধি
প্রতিপল, অনুপল লয়ে;
অতীতের সচ্ছ জ্যোতি, ভূতের জীবন প্রীতি
করুনায় রয়েছে ডুবিয়ে।

যে দিকে নিরখি পিতঃ মূরতি তোমার
প্রেম করুণা প্রকাশ করে;

অনুতাপ দুঃখ ক্লেশে, জীবাত্মা যদ্যপি ভাসে
বুকে লয় দুটী বাহু ধরে।

মাতার বক্ষেতে স্নেহ সুধার লহরী
উথলিল ভূমিষ্ট না হতে ;
কতনা আদর করে, মাতৃ গর্ভ অন্ধকারে
রেখেছিলে প্রেমকোল পেতে।

সেই হতে প্রেমডোরে বেঁধেছ আমায়
ভাবিতে ভাবিতে মুগ্ধ হই ;
কি সম্বন্ধ তব সনে, ভাবিয়া পাইনা মনে
অথচ যে তোমা ছাড় নই।

ভাল করে ধর গো আমায়।

কি দিয়া বুঝাব তোরে, বাতুল পরাণ রে
আয় কাছে সরে আয় বসনা এখানে ;
কি হয়েছে বল খুলে, কেন পড়ে ধরাতলে
কিসের লাগিয়া এত, কি উঠেছে মনে ?

কথায় কথায় তোর, বিপরীত অভিমান
বালকের মত তুই বালকের মত জ্ঞান
আমি পথের ভিখারী, কুঁড়ে ঘরে ঘর করি

মুখানি আঁধার করে, নিতই কাঁদাও
কচিখোঁকাটীর মত; (বল) এটী দাও ওটী দাও।

কেমনে মিটাব তোর সাধ, কেমনে মিটাব তোর জেদ
বাতুল পারাণ ওরে বল, কেমনে ঘুচাব তোর খেদ ?
কি পেয়েছ মর্ম্ম ব্যথা, খুলে বল দুটী কথা
দেখি ভেবে যদি তার উপায় একটু থাকে
ধুলা ঝেড়ে পুনরায় উঠাতে পারি কি তোকে।

কি জানি কেনরে প্রাণ, সকলেরে দূরে ফেলি
হাজার নিঠুর হলে, তবু তোরে ভাল বলি
এই যে কদিন ধরে, ব্যকুল করেছ মোরে
নাহি নিদ্রা, নাহি তন্দ্রা, সদাইরে হাহাকার
তবু তোর দিকে টানি বলি তুই আপনার।

শৈশব হইতে তোরে, জানিনা কি ভাল বাসি
যা'চেয়েছ তাই লয়ে তোমার নিকট বসি;
কুঁড়ে ঘরে যাহাছিল, ভিখারী সকলি দিল
তবুত দিলিনা মন; তবুত দিলিনা ধরা
তোরে ভালবেসে প্রাণ, আপনি গেলাম মারা।

কতদিন এমন করে, বাতুল পরাণ রে
রহিবি ধুলায় পড়ে, আমায় কাঁদাবি আর;

এই কিরে ভালবাসা, এই কিরে পরিণাম
একটী দিনের তরে ঘুচিল না হাহাকার।

বাতুল পরাণ ওরে, মিনতি তোমায়
কি হয়েছে ভেঙ্গেচুরে বলদেখি ;
আমারে লুকায়ে আজ, গোপনে গোপনে
কার সাথে করে এলি দেখাদেখি।

কি শুনালি পরাণরে, কি শুনালি আজ মোরে
ও বাসনা মনে মনে, পুষেছ কেমন করে ?
তাই তোর এত অভিমান, কেঁদে কেঁদে হারালি জ্ঞেয়ান
ভ্রমেও বুঝিনা তোরে, তুইযে কেমন ;
অন্যায় করিয়া দিবি দুখ, হারাবি আপন মন সুখ
কাঁদিবি ধুলায় শুয়ে, পাগল মতন।

যত দূর চলে দৃষ্টি, যত দূর দেখা যায়
যা'রে প্রাণ যা'রে তুই, সবারে সুধায়ে আয়
ওই গ্রহ উপগ্রহ, ওই চাঁদ ওই তারা
মহাশূন্যে নিজকক্ষে সদাই ঘুরিছে যারা
আর যাও মহাশূন্যে, আরো চলে যাও
যার তরে হাহাকার, যদি তারে পাও।
তাঁর তরে,
ওই দেখ বসন্তরে বায়ু, ঘুরিতে ঘুরিতে চলে গেল
আবার বর্ষের শেষে, পথ ভুলে ফিরে এল ;

কুসুম কোমল প্রাণ, পাখির ললিত গান
গিয়াছিল বসন্তের, প্রিয় সহচর যারা
তারাও সখার সাথে হয়ে এল পথ হারা।

তাঁর তরে,
দেখ চাহি, বাতুল পরাণ মোর, ওই দেখ চাহি একবার
বিশাল জলধি মাঝে ওইযে ধুমের স্তম্ভ উঠে বার বার,
আকাশে যাইছে মিশে, কাঁদিয়া পড়িছে শেষে
সেই জলধির বক্ষে, যেথা হ'তে উঠেছিল
নীরবে নিরস প্রাণে সেখানেই লুকাইল।

যার তরে পরাণরে আজ তুই, ধুলায় রহিলি পড়ে
কয়দিন, কয়রাত অবিরত, দুইটী নয়ন ঝরে ;
কি দিয়ে বুঝাব তোরে, কোথাবা পাইব তারে
একেত পাগল তুই, এবার উন্মাদ হ'লি
জানিনা কেমন করে আপনারে হারাইলি।

এইত ভ্রমিতেছিলি,　　সাধের কাননে মোর
হেসে খেলে নাচিয়া নাচিয়া ;
অকস্মাৎ আজি তোর,　　কি হইল জানিনারে
কি দেখিয়া উঠিলি কাঁদিয়া।

এতকরে পরাণরে,　　ভুলাইয়া রেখেছিনু
মায়াডোরে বাঁধিয়া তোমায় ;

পলক তাহায় দেখে, কেমনে ভুলিলি সব
কাঁদাইলি আবার আমায়।

কেমনে দেখিলি প্রাণ, কেমনে দেখিলি তারে
গোপনেতে কোথায় বসালি ;
রহিলি এতেক দিন, এত ভালবাসি তোরে
ভ্রমেও না একটু স্মরিলি।

চল চল ফিরে চল, আয় একবার
সাধের কাননে যাই ;
একটু আমোদ করি, আবার আসিব ফিরি
চল আমার দোহাই।

"যাবনা গো, আর আমি, আর ফিরে যাবনা গো
অনেক দিনের পরে, দেখিয়াছি প্রাণেশ্বরে
এ'বার যাইলে ছেড়ে, আর আমি পাবনা গো
কি সুখে ভুলাবে মোরে, আর কে ভুলাতে পারে
আর কা'র কাছে ভুলে, কভু আমি যাবনা গো
কে দিবে প্রাণের শান্তি, সেইটী মনের ভ্রান্তি
সুধা ভ্রমে হলাহল আর আমি খাবনা গো।"

বুঝিয়াছি পরাণ রে, বুঝেছি তোমার গতি
এতকরে ভুলাইয়া রাখিতে নারিনু প্রীতি ;

যাঁহার পেয়েছ দেখা, সেইরে তোমার সখা
তাঁহারি চরণ তলে, আজ তোরে হারাইব
যত কিছু যা আমার এই খানে ভাসাইব।

শৈশব হইতে প্রাণ, তোরে বড় ভালবাসি
আমি হ'ব তারি দাস, তুমি যার হলে দাসি
দুই জনে এক সাথে, তার আজ্ঞা ধরি মাথে
খাটিতে খাটিতে মোরা, যাইব পৃথিবী ছেড়ে
পৃথিবীর যত দুখ, রহিবে তাহারা দূরে।

ধরিলে যদিহে প্রভু, ভালকরে একবার
ভালকরে ধর গো আমায়;
মুছাও চখের জল, ঘুচাও হে অনুতাপ
যেন আর ভুলিনা তোমায়।

এই লও প্রাণ, এই লও মন, কামনা বাসনা যত
তোমার চরণে আজি হে প্রাণেশ, উজ্জাপিনু যত ব্রত।
চাহিনা কিছুই, লবনা কিছুই
যা করিবে তাই হ'বে;
ভাসাইও দুখে, নয় রেখ সুখে
সকলি এপ্রাণে স'বে।

হরষ বিষাদ, এ প্রাণের আর
কিছুই যেন না রয়;

তোমারি উপর, করিনু নির্ভর
রক্ষ মোরে দয়াময়।
আজ তুমি কৃপা করে, এসেছ পাপীর ঘরে
অনেক দিনের পর পেয়েছি তোমায়;
কি আর যাচিব নাথ, অদেয়ত কিছু নাই
"ভালকরে ধর গো আমায়।"

একাকী স্বরগ রাজ্য চাহিনা তোমার।

চাহিনা স্বরগ সুখ, একাকী তোমার
ভগ্ন প্রাণ এমনি ত্যজিব;
প্রাণের ভ্রাতায় ভুলে স্নেহের ভগিনী ফেলে
স্বর্গরাজ্যে নাহি প্রবেশিব।

প্রতিদিন নিরজনে, যখনি প্রাণের পাশে
দেখিয়াছি পলক চাহিয়া;
কার দুটী চক্ষু জল, করে সেথা ঢল ঢল
কার হৃদি উঠে গো কাঁদিয়া;
কে সদা নিকটে বসি, কহিছে কাতরে
আমি যে তোমার বোন, আমি যে তোমার ভাই
যেওনা মোদের ভুলে, যেওনা মোদের ফেলে
আমাদের আর কেহ নাই।

তাই না হে দয়াময়, প্রতিদিন ও চরণে পড়ে,
প্রাণের দোষর ভাই, স্নেহময়ী ভগিনীর তরে,

শত চক্ষু জল ফেলি, "রক্ষ দয়াময়" বলি—
যাবনা কখন আমি, যাবনা এদের ছেড়ে
চাহিনা স্বরগরাজ্য থাক তাহা দূরে পড়ে।

চাহিনা হে স্বর্গ রাজ্য, চাহিনা তোমার
যে সুখ এদের লয়ে, ভুঞ্জিতে পাবে না হিয়ে
সে সুখে প্রাণের জ্বালা নহে নিবিবার
তবে সেই সুখ লয়ে, কি হ'বে আমার?
প্রাণের দোষর ভাই, আয় তোরে কোলে লই
আয় বোন বস মোর কাছে;
হ'ব না স্বার্থের দাস, লবনা স্বর্গের বাস
সেই সুখ পড়ে থাক পাছে।

সংসার বিপাকে পড়ি, যখন চখের জল
ঝরিবে গো তোমা সবাকার;
নীরবে নিকটে বসে, নয়নের জল মুছে
জুড়াইব পরাণ আমার।
সুখের বিমল হাসি, ফুটিবে যখন
ললিত অধর ভরে;
ভাই বোনে লয়ে গলে, প্রেমের আবেশে ঢলে
রহিব ধরায় পড়ে।

হাসিলে হাসিব আমি, কাঁদিলে কাঁদিব
রহিব গো তোমাদেরি কাছে ;
তোমাদের হাসি দেখে, কৃতার্থ হইব
অন্য সুখ পড়ে থাক্‌ পাছে।

চাহিনা স্বরগ সুখ, প্রাণেশ হে,
ভগ্ন প্রাণ এমনি ত্যজিব ;
প্রাণের ভ্রাতায় ভুলে, স্নেহের ভগিনী ফেলে
সেথা আমি রহিতে নারিব।

একাকী স্বরগ রাজ্য, চাহিনা তোমার
সকলে বক্ষেতে ধরে, রহিব ধুলায় পড়ে
ভাই বোন প্রাণের আমার ;
বল নাথ এদের ছেড়ে, কি সুখে ভুলাবে মোরে
তাহাতে প্রাণের জ্বালা নহে নিবিবার
তাই বলি স্বর্গ রাজ্য চাহিনা আমার ।

একান্ত যদি হে নাথ, সেই সুখে সুখী কর
প্রাণের দোষর ভাই, স্নেহের ভগিনী ওই
যাহারা পড়িয়া ভূমে সকলেরে তুলে ধর
আমিত এদের ফেলে, কখন যাবনা ভুলে
পায়ে ধরি প্রাণেশ্বর, ভাই বোনে কোলে লও
তোমার স্বরগ রাজ্যে সকলের লয়ে যাও।

প্রাতঃ সময়।

মৃদু মৃদু বহে প্রাতঃ সমীরণ
পূরব গগণে, লোহিত বরণে
নাশি তমরাশি উদিল তপন।
প্রমোদ কাননে কুসুমের কলি
ফুটি ধীরে ধীরে, ললিত অধরে
ছড়া'ল যে হাসি প্রাণ গেল গলি।
ফুটন্ত কুসুমে ভ্রমরের দল
ত্যজি গুণ রব, হইল নীরব
পিতে সুধারাশি স্নিগ্ধ নিরমল।
এ প্রাতঃ সময়ে সকলে জাগিল
রাখি প্রাণে পূরে প্রিয় প্রাণেশ্বরে
সাধিতে স্বকায সবাই মাতিল।
আমরা অলস যত নর নারী
প্রাণ খালি করে, বেড়াইরে ঘুরে
এ ভগ্ন হৃদয়ে আয় বল পূরি।
ডাকি প্রাণনাথে আসিবে যে বল
সেই বল লয়ে, যাইব খাটিয়ে
এ প্রাতঃ সময় হবেনা বিফল।
জগতের পিতা তুমি দয়াময়
তব কার্য্য তরে, যাই যদি মরে,
হ'বে ভগ্ন প্রাণ সুখের আলয়।

আজি হে কাতরে ডাকে অভাজন
থেক সদা পাছে, বড় সাধ আছে
তব কার্য্য তরে খোয়াব জীবন
এ দীনের আশা কর হে পূরণ।

দু'ফোঁটা চক্ষের জল।

আয় ভাই ফেলি সবে, দুই ফোঁটা জল
খুলিয়া পাষান প্রাণে, কাঁদি আয় সংগোপনে;
কাঁদিলেই পাব মোরা, আরামের স্থল
শান্তি হৃদে ছড়াইবে দুই ফোঁটা জল।

নিরস কঠোর প্রাণ, বেড়িয়া সবাই
কতকাল বসে রব, কতদিনে তাঁরে পাব
বুঝিয়াছি এ সাধনে, হবে নারে ভাই;
কোমল ভকতি হৃদে একটুক চাই।

নিরস কঠোর প্রাণ, হয়েছে সবার
কঠোর জ্ঞানেরে লয়ে, বেড়াই উন্মত্ত হয়ে
হৃদয়ের কোমলতা, হ'ল ছার থার;
"দু'ফোঁটা চক্ষের জল" ফেল একবার।

কোথা গেল কোমলতা, স্বরগ ভূষণ
সবে আজ ম্লান মুখে, বেড়াই মনের দুখে

কঠোর কর্কশ জ্ঞান, করেছে হরণ
প্রিয়তম কোমলতা, হৃদয়ের ধন।

এস ভাই ভগ্নি সব, বসগো হেথায়
কঠোর পরাণ খুলে, "জয় ব্রহ্ম জয়" বলে
ডাক সবে একবার, জুড়াও হৃদয়
কৃপাকরি আজ তিনি, দিবেন অভয়।

বিনা প্রেম কোমলতা, কে পেয়েছে তাঁয়
কে কোথা তাঁহার কাছে, জ্ঞান লয়ে পৌঁছিয়াছে
অস্থির হয়েছে প্রাণ, শুষ্ক ভাবনায়
"দু'ফোঁটা চক্ষের জল" ফেল এসময়।

ভাব দেখি শৈশবের, সরল স্বভাব
বুক বহে চক্ষুজল, ভাসাইত ধরাতল
একটু কিছুর মনে হইলে অভাব
কতই কোমল ছিল, হৃদয়ের ভাব।

স্নেহের ভগিনী মোর, প্রাণের দোষর ভাই
এসগো সকলে মিলে, প্রভুর নিকটে যাই
দুটী পদ বক্ষে ধরে, রহিব ধুলায় পড়ে
যদবধি পুর্ব্বভাব, নাই ফিরে পাই
ততক্ষণ ছাড়িব না, যদি মরে যাই।

দিব তাঁর শ্রীচরণে, নিরস কঠোর প্রাণ
লব প্রেম পূণ্য ভক্তি, নব বল, নব প্রীতি
সকলি পুরাণ ত্যাজি, মাগিব নূতন দান
নিরস কঠোর ফেলি, লইব সরস প্রাণ।

কোকিল কুজনে।

গাও পিক একবার, মাতাও হৃদয়
শুনিলে তোমার রব, পৃথিবীর ভুলি সব
মায়া মোহ পাপাশক্তি, নীচভাব চয়
গাও পিক একবার, মাতাও হৃদয়।

মনের হরিষে পাখি, বসিয়া কুজনে
ক্ষুদ্র কণ্ঠে ধরি তান, ভাসাও পাপীর প্রাণ
কমাও পাপের ভরা, বিভু গুন গানে
কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া, সঙ্গিনীর সনে।

যদিও দেখিতে পাখি, কুরূপ তোমার
তথাপি ও গলাখান, কাঁপায় আমার প্রাণ
দোহাই তোমার পাখি, রাজার কৃপার
তোমার কণ্ঠেতে তাঁর অমৃত ভাণ্ডার।

পাখিরে পবিত্র তুমি, বিশুদ্ধ আচার
খাওরে বৃক্ষের ফল, আর ঝরনার জল

পিতায় বিশ্বাস তব, আছেরে অপার,
তাই দেখি চিন্তাহীন, আনন্দিত আর।

উষার আলোকে পিক, প্রফুল্লিত মনে
প্রিয় সঙ্গিনীর সাথে, উর্চ্চ গগণের পথে
সুধার লহরী গীতে, ছড়াও যখন
বহে ছনয়নে ধারা, কেঁপে উঠে মন।

পাখিরে দূর্ভাগা আমি, সাধ হয় মনে
তোর সাথে চলে যাই, বিভু গুণগান গাই
বিশুদ্ধ আচারে থাকি, ফিরি বনে বনে
সম্বন্ধ ঘুচাই পাপ, জগতের সনে;
পাপের আশক্তি বল, কেমনে এড়াই
মনে করি ছাড়ি ছাড়ি, আবার ভুলিতে নারি
পাখিরে বিশ্বাস বল, তোর মত নাই
একটু উঠিতে আমি, পড়ে যাই তাই।

যাহা লয়ে পাখি ওরে জন্মিয়াছ এ ধরায়
সেই শৈশবের গান, সেই কোমল পরাণ
ভুলনি কখন আর, ভুলিবেনা তায়
একথাটী মনে হ'লে প্রাণ মুগ্ধ হয়।

শৈশবে ছিলি রে একা, একাই গাহিতে গান
যৌবনে পড়িলে যেই, সে গানটী ভোল নাই

প্রিয় সঙ্গিনীর সাথে, খুলিয়া স্বাধীন প্রাণ
আকাশ কাঁপায়ে পিক, গাহিলে মধুর গান।

যা শিখেছ তাই লয়ে, কাটালে জীবন
গভীর বিশ্বাস ধরে, জ্বলন্ত প্রেমের ভরে
বিধাতার দেব আজ্ঞা, করিলে পালন
ভুলাতে নারিল তোরে, কোন প্রলোভন।

যাহা লয়ে জন্মেছিনু, গিয়াছে সকলি ভাসি
তাই রে কাতর প্রাণে, নিত্য এই সংগোপনে
দু'টী শৈশবের গান, সদাই শুনিতে আসি
সেই হেতু পাখি তোরে, প্রাণ ভরে ভালবাসি।

কি হ'বে আমার পিক, বলরে এবার
দাঁড়াবার ভিত্তি নাই, পাপ স্রোতে ভেসে যাই
অনুতাপে জ্বলে হৃদি, সদাই আমার
বলে দাও কিসে বাঁচি দোহাই তোমার।

ওগো পিতা দয়াময়, বলনা আমায়
কেমনে পিকের মত, খুলি প্রাণ অবিরত
গাহিব প্রেমের গান, বসিয়া ধরায়
শৈশবের গীত গুলি, শিখাও আমায়।

দাও নাথ, বিশ্বাসের ভীম বল মোরে
তাহ'লে পাপের স্রোতে, ভাসিব না কোন মতে

দিবা নিশি প্রেম গান, গা'ব প্রাণ ভরে
পাপীরে তরাও দেব, আজি কৃপা করে।
কি বলিব প্রাণেশ্বর, শৈশবের গীত তুলি
যৌবনে পড়িনু যেই তখনি গেলাম ভুলি ;
যা'কিছু সম্বল ছিল, সকলি হে, ভেসে গেল
পড়েছি পাপের স্রোতে লহ দেব মোরে তুলি ;
আবার গাহিব গান, আবার মাতাব প্রাণ
জগতের সুখ দুখ, সমুদায় দূরে ফেলি।

সুকুমার শিশু।

মাতৃ বক্ষ পরে, অতি ধীরে ধীরে,
শিশুর বদন খানি ;
হাসিল যে হাসি, ঢালি সুধারাশি,
পৃথিবীর সুখ জিনি।
সে হাসি দেখিলে, যাই সবে ভুলে,
কপট চতুর মায়া ;
স্মরি প্রাণ নাথে, সে হাসির সাথে,
নেহারি স্বরগ ছায়া।
শিশুরে দেখিলে, শিশুরে লইলে
মনে বড় সাধ হয় ;
রাখিব এ প্রাণে, বিবিধ বিধানে,
যাহাতে এমন রয়।
সরলতা ভরা, কপটতা ছাড়া
শিশুর মতন হ'ব ;
থাকিব নির্ভয়ে, সুখের আলয়ে
মাতার দোহাই দিব।

শিশুর মতন, হইব এখন,
ঘুচা'ব প্রাণের ব্যথা ;
কাঁদি প্রাণ খুলে, আজ মার কোলে,
কহিব মনের কথা।
পাপ অহঙ্কার, ত্যজিয়া এবার,
যৌবন প্রথম হ'তে ;
প্রাণ মন ধন, শিশুর মতন,
স'পিব তাঁহার হাতে।
স্বাধীনতা আর, চাহি না এবার,
প্রাণ মন বলী দিব ;
যুবা বৃদ্ধ ভাই আয়রে সবাই,
শিশু হ'য়ে মোরা রব।
উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে,
গাব তাঁর নাম জয় ;
থাকি সাবধানে, বিবিধ বিধানে,
ঘুচা'ব পাপের ভয়।
জ্ঞান বুদ্ধি বল, যা'কিছু সম্বল,
সকলি ভুলিয়ে যাব ;
আমার আমিত্ব, তোমার তুমিত্ব,
তাঁহাতে ডুবায়ে দিব।
স্নেহ ভালবাসা, এ প্রাণের আশা,
তাঁহার চরণে রাখি,
শিশুর মতন, সবার জীবন,
সাধিতে হইবে দেখি।
